

# 💵 প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় - সালাত (নামায) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

## ৪. আযান কিভাবে দিবে?

#### আযান যেভাবে দেবে:

- (১) মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আযান দেবে। আর ইকামত দেবে মসজিদের ভেতরে দাঁড়িয়ে।
- (২) যার গলার আওয়াজ ভালো এবং আযানের জন্য কোন বিনিময় চান না, মুয়াযযিন হওয়ার জন্য তারই অগ্রাধিকার।
- (৩) আযানের পূর্বে ওযু করে নেওয়া সুন্নাত (তিরমিযী)। তবে ওযু ছাড়াও আযান দেওয়া জায়েয।
- (৪) অতঃপর কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে।(তিরমিযী)
- (৫) দুই আঙুল দুই কানের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে নেবে। তবে কোন আঙুল ঢুকাবে তা হাদীসে উল্লেখ নেই। অতএব যেকোন আঙুল ঢুকানো যায়।
- (৬) প্রতিবারই 'হাইয়্যা আলাস-সালাহ' বলার সময় মুখমণ্ডল ডান দিকে এবং 'হাইয়্যা আলফালাহ' বলার সময় মুখমণ্ডল বামদিকে ঘুরাবে, তবে দেহ ঘুরাবে না।(আবু দাউদ: ৫২০)।
- (৭) উঁচু স্থানে (বা মিনারায়) দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া উত্তম। (আবু দাউদ)
- (৮) আউয়াল ওয়াক্তে আযান দেবে, দেরি করবে না।
- (৯) অতঃপর সাধ্যমতো উচ্চৈঃস্বরে জোরালো কণ্ঠে ধীর ও শান্তভাবে নিম্নবর্ণিত শব্দে আযান দেবে:

আযানের আরবী শব্দ		সংখ্যা
الله اكبر _ الله اكبر	الله اكبر _ الله اكبر	৪ বার
اشهد ان لا اله الا الله	اشهد ان لا اله الا الله	২ বার
اشهد ان محمد الرسول الله	اشهد ان محمد الرسول الله	২ বার
حي على الصلاة	حي على الصلاة	২ বার
حي على الفلاح	حي على الفلاح	২ বার
	الله اكبر _ الله اكبر	২ বার
	لا اله الا الله	১ বার

(মুসলিম: ৭২৮)



### আযানের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

আরবী শব্দ

উচ্চারণ (ও অর্থ)

আল্লা-হু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে মহান)

আশহাদু আল্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই)

আশহাতু আন্না মুহাম্মাদার রাস্লুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাস্ল)।

على الصلاة হাইয়্যা আলাস্ সলা-হ (এসো নামাযের জন্য)

على الفلاح হাইয়্যা আলাল ফালা-হ (এসো মুক্তির জন্য)।

الله اكبر আল্লা-হু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে মহান)।

ব্যা খা খা খ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই)।

আস্-সলা-তু খাইরুম মিনান নাওম্ [শুধু ফজরের সালাতে] (ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম) ক. আযানের পর দরাদ শরীফ পড়া সুন্নাত। (মুসলিম: ৭৩৫)।

"হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করো, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল করো, যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।" (বুখারী: ৩৩৭০)

## (খ) অতঃপর এ দু'আটি পড়বে।

এটাকে বলা হয় অসীলার দু'আ। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আযান শুনে যে ব্যক্তি এ দু'আ পড়ে, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী: ৬১৪)

"এসব পরিপূর্ণ দু'আ ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (স)-কে জান্নাতের ওয়াসীলা নামক মনযিলটি ও সম্মান দান কর এবং তুমি তাকে সেই (মাকামে মাহমূদ অর্থাৎ) প্রশংসিত জায়গায় পৌছে দিও যা তাঁকে দেওয়ার জন্য তুমি ওয়াদা করেছ।" (বুখারী: ৬১৪) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দু'আ পড়বে কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।(বুখারী: ৬১৪)। তবে সাবধান! কেউ কেউ আযানের দু'আর সাথে কিছু বাড়তি শব্দ যোগ করে। যেমন'ওয়াদ্দারাজাতা রাফী'আহ্, বা অবযুকনা শাফাআতাহু ইয়াওমা কিয়ামাহ' বা 'ইন্নাকা লাতুখলিফুল মীয়াদ' - যা ঠিক নয়। কেননা, এসব বাক্য বলার পক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই। অতএব, হাদীসে যেভাবে আছে সেভাবেই আমল করুন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12886



👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন